কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৩ এপ্রিল, ২০১৯ ০১:৫৫

এস এম হলে ছাত্র মারধর

# ভিপি নুর দুই ঘণ্টা অবরুদ্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলের শিক্ষার্থী ফরিদ হাসানকে সোমবার রাতে মারধর করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুরের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। ওই মিছিলে ডিম ছুড়ে মারে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

উর্দু বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী এবং এসএম হল সংসদ নির্বাচনে জিএস পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী ফরিদ হাসানকে মারধরের ঘটনায় হল প্রাধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জমা দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুর। হল প্রাধ্যক্ষের কক্ষে নুর ও ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেনকে প্রায় দুই ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। পরে প্রাধ্যক্ষের কক্ষ থেকে বের হলে তাঁদের ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ফরিদ হাসানকে মারধরের ঘটনার বিচার চেয়ে হল প্রাধ্যক্ষের বরাবর লিখিত অভিযোগ দিতে হল অফিসে যান ভিপি নুরুল হক নুর ও ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেন। এ সময় ডাকসুর ভিপি প্রার্থী (স্বতন্ত্র) অরণি সেমন্তী খান, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের জিএস প্রার্থী উম্মে হাবিবা বেনজীর, কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের এজিএস প্রার্থী ফারুক হাসান তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হল অফিসে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর হল সংসদের নেতারা সেখানে আসেন। হল সংসদকে না জানিয়ে হলে প্রবেশের বিষয়ে নুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন হল সংসদের প্রতিনিধিরা। একপর্যায়ে নুর ও আখতারকে হল অফিসে নিয়ে যায় হল সংসদ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরে প্রায় দুই ঘণ্টা কক্ষটির দরজা আটকে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। খবর পেয়ে হল প্রাধ্যক্ষ ঘটনাস্থলে আসেন। পরে তিনি নুর, হল সংসদ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কাছে ঘটনার বিবরণ দেন। এরপর প্রাধ্যক্ষসহ নুর ও তাঁর সঙ্গীরা হল থেকে বের হতে গেলে হল গেটে আগে থেকে অবস্থান করা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নুর ও আখতারকে উদ্দেশ করে ডিম নিক্ষেপ করে। এ সময় প্রাধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম জোয়ার্দারের গায়েও ডিম নিক্ষেপ করা হয়। হল গেট দিয়ে বের হতে গেলে সেখানে অবস্থানরত ভিপি নুরের অনুসারী, ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি উম্মে হাবিবা বেনজীর ও স্বতন্ত্র অরণি সেমন্তী খানের ওপর হামলা করা হয়। সেখানে অবস্থানরত শামসুন নাহার হল সংসদের ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমিকে লাঞ্ছিত করা হয়। পরে সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে উপাচার্য বাসভবনের সামনে অবস্থান করেন তাঁরা। হামলার বিচার না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করার ঘোষণাও দিয়েছেন ভিপি নুর।

ঘটনার বিষয়ে নুরুল হক নুর সাংবাদিকদের বলেন, ‘সন্ত্রাসী, অছাত্র ও বহিরাগতদের হল থেকে বিতাড়ন চাই। আমরা প্রত্যেকটি ঘটনার ন্যায়বিচার চাই। আমরা ন্যায়বিচারের দাবিতে এসএম হলে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। আমাদের ওপর ডিম নিক্ষেপ করেছে। মেয়েদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। আমরা এই ঘটনার বিচার চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই দাবি পূরণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান করব।’

লাঞ্ছনার বিষয়ে শামসুন নাহার হল সংসদের ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি সাংবাদিকদের বলেন, ‘ভিপি নুরকে অবরুদ্ধ করার ঘটনা শুনে এসএম হলের সামনে যাই। সেখানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আমার ওপর হামলা করেছে। আমি এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই। বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমি উপাচার্য বাসভবনের সামনে অবস্থান করব।’

ঘটনার বিষয়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) এম এম কামাল উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘সোমবার দিবাগত রাতে হলের এক শিক্ষার্থীকে মাদক সেবনের অভিযোগে বের করে দেওয়া হয়। সেই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ জমা দিতে মঙ্গলবার বিকেলে বাম ছাত্রসংগঠনের নেতারাসহ মিছিল নিয়ে হলে আসেন ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুর। তবে তিনি হল সংসদকে এ বিষয়ে কিছুই অবহিত করেননি। আমরা তাঁর কাছে হলে আসার কারণ জানতে চাই। পরে তিনি হল প্রাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করার জন্য হলে অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রাধ্যক্ষ আসলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। হল গেটে কে বা কারা তাঁর গায়ে ডিম ছুড়েছে আমরা জানি না। হল প্রশাসন তদন্ত কমিটি করে জড়িতদের বের করবে।’

এ বিষয়ে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মাহবুবুল আলম জোয়ার্দার কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘ফরিদ হাসান নামের এক ছেলেকে মারধরের বিষয়ে ডাকসুর ভিপি লিখিত অভিযোগ দিতে আসেন। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তিনি মিছিল নিয়ে হলে প্রবেশ করেছেন। পরে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে আমি ঘটনাস্থলে আসি। তাঁর সঙ্গে কথা শেষ করে আমি তাঁদের হল গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিই।’

এর আগে ফরিদ হাসানের মারধরের ঘটনায় জড়িতদের তিন দিনের মধ্যে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন ভিপি নুর। রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে আয়োজিত এক মানববন্ধনে তিনি এই দাবি জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ ব্যানারে এই মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধন শেষে অভিযোগ দিতে এসএম হলে যান তিনি।

সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ফরিদ হাসানকে পিটিয়ে হল থেকে বের করে দেয় হল শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তাঁর কপালের ডান পাশ থেকে ডান কান পর্যন্ত ৩২টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসাধীন।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com